ছেদ

(একটি দারুন ছোট গল্প)

অংশু মোস্তাফিজ

হো হো করে হাসির শব্দ শুনে ছেলেটি পেছনে ফিরে তাকায়নি। তবে বুঝতে পারছিলো হাসির শব্দ একটু জোড়েই হচ্ছে। তিন কি চার জন হবে হয়তো। ও এসবে নজর দিচ্ছে না। বুক বরাবর হাত জোড় করে দুর্গাকে দীর্ঘ সময় প্রণাম করছে। এ রকম প্রণাম ও আগেও করেছে তবে এবারের ব্যাপারটি ভিন্ন। বন্ধুদের সাথে বাজি লেগে প্রণাম করছে। বাজি ছিল লাগাতার হাফ ঘন্টা দুর্গার সামনে দাড়িয়ে প্রণাম করতে হবে। ও এতে রাজি হয়েছিল। শ' শ' নারী পুরুষের মাঝে দাড়িয়ে যেন জন্মসাধন করছে। আজ নবমী। কাল বিজয়া দশমী। হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আনন্দের আয়োজন। রাত বারোটা পেরিয়ে গেছে। এখনো শ' শ' মানুষ মন্দিরে আসছে। যাচ্ছে। এই শহরে কয়েক হাজার সনাতনী ধর্মের মানুষ রয়েছে। আজকাল দেখে বোঝাই যায় না কে হিন্দু কে মুসলিম আর কে খ্রিষ্ট্রান- বৌদ্ধ। ধর্ম মানুষকে আর সেভাবে আলাদা করে রাখতে পারছে না।

ছেলেটি গিয়েছিল সুন্দরী সব হিন্দু মেয়ে দেখতে। সাথে ছিল মাসুম সুপ্রিয় বিমল এনামসহ আরো দু'চারজন বন্ধু। সুপ্রিয় বলেছিল, সব হিন্দু মেয়েই দেখতে সুন্দরী হয়। ও বলেছিল, ধাৎ তাই হয় নাকি? সুপ্রিয় বলেছিল, হ্যা, তাই। ছেলেটিও এই সময়ে অ-সুন্দর কোন হিন্দু মেয়ের মুখ মনে করতে পারলো না। ক'টা হিন্দু মেয়ের সাথে আর মিশেছে। হাইস্কুলে রমা নামের একজন ছিল। দারুণ সুন্দর রমা। ওকে তেমন পাত্তাই দিতো না। ওর চেহারা কিন্তু অ-সুন্দর নয়, তবু রমা পাত্তা দিতো না। রমার বইয়ের মধ্যে ও একদিন ভালবাসার আহ্বান সংক্রান্ত চিরকুট রেখেছিল। তারপর রমা আর কথাও বলেনি ওর সাথে, কেবল চেয়ে চেয়ে দেখতো। ও আর এতে কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।

পেছন থেকে একটা হাল্কা ধাক্কা পেল ছেলেটি, সেই সাথে এক নারী কণ্ঠ বললো, স্যরি। ও তখনো পেছনে ফিরে তাকালো না। মন্দিরের একবারে সামনে একনিষ্ঠ দাড়িয়ে প্রণাম করছে। জোরে হাসির শব্দ পেল। নাম ধরে বেশ জোরে এনাম বললো, চালিয়ে যা। ও গানের দিকে মনোনিবেশ করলো। দুটো মাইকে গান বাজানো হচ্ছে। একটা মেয়ে গাচ্ছে, এবারের পুজোতে লাল শাড়ি নেবো, বাহারী খোপাতে লাল ফুল দেবো। পরের লাইন না বাজতেই ও বেশ জোরে ধাক্কা পেল। একটা তরুনী প্রায় ছিটকে সামনে এলো। আরো বেশ কিছু ধাক্কা, সবগুলো নারী শরীরের এটুকু বুঝতে অসুবিধে হলো না। সেই সাথে বুঝে গেল, পেছন থেকে মেয়ে দেখে এই ধাক্কাগুলো মারছে ওর বন্ধুরাই। ওদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে জোরে। সামনে ছিটকে পড়া মেয়েটি ওকে অবলম্বন করে পাশাপাশি দাড়ালো। বললো, স্যরি, আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য। দেখছেনতো ছেলেগুলো কেমন বদমাইশ, মেয়ে দেখলেই ধাক্কাধাক্কি করে। ও বললো, শাড়ি কৈ? মেয়েটি বললো, কিসের শাড়ি? ছেলেটি বললো, লাল শাড়ি। মেয়েটি হেসে হাতজোর করে দেবীর পুজো করতে প্রস্তুত হলো। এতোক্ষণে ওর বন্ধুদের সাথে অন্যান্য বখাটেরা ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিয়েছে। কয়েকটা বৈদ্যুতিক বাল্ব ভাঙ্গায় আলো অনেক কমে গেল। কয়েক সেকেন্ডেই পরিবেশটা বিশৃংখলায় ভরে গেল। হৈ চৈ বাড়লে ও পিছনে ফিরে দেখলো নিরাপত্তারক্ষার্থী পুলিশ ছেলে দেখলেই পেটাচ্ছে। যে যে দিক পারছে ছুটে পালাচ্ছে। পুলিশ ক্রমেই সামনের দিকে আসতে লাগলো। ও তখনো হাত জোর করে দূর্গাকে প্রণাম করেই যাচ্ছিলো। আর কয়েক মিনিট পরেই পেরুবে আধা ঘন্টা। পাঁচ' শ টাকার বাজি। একটা ছোকরা পুলিশ ওকে লক্ষ্য করে সামনের দিকে আসছিলো। এতোক্ষনে প্রায় সব ছেলেই পালিয়েছে। আশেপাশে বয়স্ক লোক আর মেয়েরা। ও কি করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। এমন সময় দ্রুত একটা হাত ওকে টেনে মন্দিরের পেছনের দিকে নিয়ে গেল। ছেলেটি দেখলো, এই সে মেয়ে, যাকে গান শুনতে শুনতে আচমকা লাল শাড়ির কথা বলেছিল। মেয়েটি বললো, আপনার বোধহয় পুজো পূর্ণ হলো না। ও বললো, না মানে আর কয়েক মিনিট। একটা বুড়ো পুরোহিত ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে। মেয়েটি বললো, কি নাম আপনার? ছেলেটি তোতলাতে তোতলাতে বললো, নাম মানে আমার নাম, রমেশ। মেয়েটি

বললো, আমি শ্যামা। শ্যামা দাস। শ্যামার চেয়ে রমেশ তিন চার বছরের বড় হবে। শরীর স্বাস্থ্য চেহারা সবদিক থেকে আকর্ষণীয় রমেশ। শ্যামা রমেশকে বারবার কিছু বলতে চেয়ে আড় চোখে দেখছিলো। রমেশ শ্যামাকে লক্ষ্য করলো। শ্যামা বললো, কেমন ওরা বলুনতো পুজোটাও করতে দিলো না। রমেশ বললো, তোমার জন্যই তো ওরা পুজো করতে দিলো না। আমার জন্য মানে! হ্যা, তোমার জন্য, এতো সুন্দর কেন তুমি? শ্যামা মাথা নিচু করে বললো, আমি বুঝি সুন্দর! ভীষণ। আস্ত একটা পরী। শ্যামা বললো, চলুন যাই এতোক্ষনে সব ঠিক হয়ে গেছে।

সপ্তাহ দুয়েক পর আবারো শ্যামাকে কলেজে আবিস্কার করলো রমেশ। ক্লাশ শেষে সবে ক্যাম্পাস থেকে বেরুবে এমন সময় পেছন থেকে একটা হাত ওর কাঁধ স্পর্শ করলো। ঘুরে দেখে শ্যামা। সেই শ্যামা। শ্যামা হাপাচ্ছে। জানালো, অনেকক্ষণ থেকে পেছন থেকে ডাকছিলো। রমেশ খেয়াল করেনি বলে প্রায় দৌড়ে আসতে হলো। কয়েক হাজার ছাত্র ছাত্রী সরকারী আযিযুল হক কলেজে। ক্যাম্পাসে একটা শ্যামার ডাক কান পর্যন্ত পৌছা কঠিন। তাছাড়া কত শ্যামাই ডাকতে পারে রমেশকে। শ্যামা বললো, যদি অতি তাড়া না থাকে তাহলে চলুন একটু বসি। রমেশ সাড়া দিলো। সুপ্রিয়র ক্যাফেতে দুজনার প্রথম বসা। কলেজের পাশেই সুপ্রিয়র ক্যাফে। কলেজের অনেকেই এখানে প্রেম করতে আসে। অনেকে একটু বেশি টাকা দিয়ে যায় আরো ভেতরে। অনেকগুলো গোপন কেবিন আছে সুপ্রিয়র ক্যাফেতে। রমেশ গত রোববারেই একজনকে নিয়ে ঢুকেছিল গোপন কেবিনে। হয়তো শ্যামাও ঢুকেছিল কাউকে নিয়ে। কফিতে চুমুক দিতে দিতে শ্যামা বললো, এখানে আগে এসেছেন কখনো? হ্যা, মাঝেমাঝেই তো আসি। না মানে বলছিলাম ঐসব কেবিনের কথা। রমেশ শ্যামার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি গেছো কখনো? শ্যামা চোখ নামিয়ে বললো, না। রমেশ বললো, স্যরি তুমি করে বলার জন্য। শ্যামা বললো, ঠিক আছে, আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন। তাছাড়া..। কথা শেষ না করতেই রমেশ বললো, তাছাড়া কি? শ্যামা বললো, আপনার বোধহয় সময় নষ্ট করছি, চলুন উঠি। রমেশ বললো, একটা পরীর মত সুন্দরী মেয়েকে ছেড়ে যেতে ভালো লাগবে না আমার। রমেশের কথায় ধাক্কা খেল শ্যামা। মাথা নিচু করলো। রমেশ টেবিলের উপরে রাখা শ্যামার হাতের উপর হাত রাখলো। শ্যামা অনেকটা শিউরে উঠার ভঙ্গি করলো। ফোন নাম্বার, ঠিকানা নেবার পরেও আরো ঘন্টা খানেক পাশাপাশি বসে ছিল দু'জন। ইকোনোমিক্সে মাস্টার্স করছে রমেশ। শ্যামা দ্বিতীয় বর্ষ, দর্শন।

মেসে ফেরার সময় অনেকগুলো মদ খেয়েছিল রমেশ। এতোটা মদ একসাথে কখনো খায়নি সে। প্রায় পুরো বোতলই। দুটো টিউশনির বিল একসাথে পেয়েছে। এক জায়গায় দুই হাজার, অন্যখানে দেড় হাজার। এক বেসরকারী ব্যাংক ম্যানেজারের ইন্টারমিডিয়েট পড়ুয়া মেয়েকে ইকোনোমিক্স পড়ায়। সপ্তাহে তিন দিন যেতে হয় বাসায়। মাইনে দেড় হাজার টাকা। মেয়েটির নাম টুম্পা। দু'বছর থেকে টুম্পাকে পড়াচ্ছে রমেশ। টুম্পা দেখতে ততটা সুন্দর নয়। কিন্তু রমেশের প্রেমে পড়ে গেছে। মাস খানেক হবে প্রতিদিন চার-পাঁচ বার করে একটা অচেনা নাম্বার থেকে রমেশের মোবাইলে ফোন আসে। নাম বলে না, এখন রমেশ কি করছে, কেমন আছে, সময়মত খাওয়া হলো কি না-এসব শুনে রেখে দেয়। রমেশেরও মেয়েটার সম্পর্কে জানার আগ্রহ হয়নি। তবে ও ধরেই নিয়েছে এ ফোনটা করে টুম্পা। বুঝতে পেরেছে আর বেশি দিন পড়ানো যাবে না টুম্পাকে। টুম্পার বাবারও আজকাল রমেশকে জড়িয়ে ভাবনা ভাবিয়ে তুলেছে রমেশকে। ভদ্রলোক দেখা হলেই স্বপ্ন দেখান আর দু'এক বছর পর রমেশের কোন না কোন ব্যাংক ম্যানেজার হবার বিষয়ে। সেদিন রমেশকে বলেই দিয়েছে, তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি শুধু পড়াটা শেষ করো, তোমাকে ম্যানেজার বানানোর দায়িত্ব আমার। রমেশ অবাক হয়েছিল কিন্তু কোন প্রশ্ন করেনি। টুম্পার মাও বেশি বেশি করে চা নাস্তা দিচ্ছেন। দুপুরে ভালো খাওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করছেন। সেদিন বলেছিলেন, মেসে বোধহয় তোমার সমস্যা হচ্ছে, তুমি বরং এ বাড়িতেই থাকো। বিনিময়ে কিছু দিতে হবে না। এ বাড়ির ছেলের মতই থাকবে। সময় করে একটু টুম্পাকে পড়াবে। তাছাড়া এ বাড়িতে তো অনেক রুম। থাকবার মত আমরা মাত্র তিন জন মানুষই। রমেশ হ্যা না কিছু না বলে শুধু শুনেছিল। এতোদিন

টুম্পাকে ড্রয়িং রুমের এক টেবিলে পড়াচ্ছিলো রমেশ। বেশ কিছু দিন থেকে টুম্পার বেডরুমে পড়াতে হচ্ছে। দরজার পর্দা ফাঁক থাকলে কাজের মেয়েটা পর্দার ভিড়িয়ে দিয়ে যায়। পড়ানোর এক ঘন্টার মধ্যে এ ঘরে আসে না কেউ। টুম্পাও পড়ার চেয়ে স্যার আপনার চুলে কি জেল দেন, মনপুরা সিনেমা দেখেছেন কি না জাতীয় প্রশ্ন বেশি করছে। শ্যামার সাথে সুপ্রিয়র ক্যাফে থেকে ফিরে রমেশ যখন টুম্পাদের বাড়িতে গেল তখনই বিপত্তিটা ঘটলো। টুম্পার মা রমেশকে ডেকে হাতে সাদা রংয়ের একটা খাম দিয়ে বললেন, আজ টুম্পাকে পড়াতে হবেনা। এমনি দেখা করে যাও। আর বলছিলাম কি, দুখানে টিউশানি করতে তোমার বোধহয় সমস্যা হচ্ছে। তারচেয়ে তুমি ওখানে টিউশানি ছেড়ে দিয়ে শুধু টুম্পাকেই পড়াও। সপ্তাহে চারদিন এসো, এখন থেকে টুম্পার বাবা তোমাকে তিন হাজার করে টাকা দিতে বলেছে। রমেশ সোমা আর ওর ছোট ভাইকে পড়িয়ে দু' হাজার টাকা পায়। সোমার বাবা ব্যবসায়ী। সোমা দেখতে সুন্দর। ইকোনমিক্সে অনার্স ফাস্ট ইয়ার এবার। গতদিন এসব কথা শুনেছে টুম্পার মা। তাই এখন বলছেন, শুধু টুম্পাকেই পড়াতে। কি আশ্চর্য, ওরা রমেশকে প্রায় জোর করেই জামাই করে ফেলেছে! রমেশ ভাবলো, পড়ার জন্য ও যখন প্রথম এ শহরে এসেছিল তখন বাবা সময় মত টাকা দিতে পারেননি। কত রাত না খেয়ে কাটাতে হয়েছে। এখন বাড়ি থেকে মাসে আসছে পাচ হাজার টাকা। টুম্পার বাবা দিতে চাচ্ছেন তিন হাজার টাকাসহ বাড়িতে থাকার জায়গা, সোমারা দিচ্ছে দু'হাজার টাকা। এই টাকাগুলোর কাছে জিম্মি হয়ে যাচ্ছে ভেবে মাথাটা ঝিমঝিম করছে। জিম্মি হয়ে যাচ্ছে কি, জিম্মিতো অনেক আগেই হয়ে গেছে। শহরে আসার কয়েক মাস পর্যন্ত যখন রমেশের বাবা ঠিক পরিমানে টাকা পাঠাতে পারছিল না। যখন স্কুলের ফাস্ট রেজাল্ট করা ছেলেটির পড়াশুনা টাকার জন্য বন্ধ হবার উপক্রম তখনই বিক্রি হয়েছিল রমেশ। রমেশের এক দূঃসম্পর্কের ধনী আত্নীয় মেয়েকে বিয়ে করতে হবে শর্তে রমেশের সম্পূর্ণ পড়াশুনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। যে বাবা মাসে দেড় হাজার টাকার জায়গায় হাজার টাকা দিতেও হিমশিম খায়, সে বাবা যখন মাসে মাসে পাচ হাজার টাকা পাঠাতে লাগলেন তখন রমেশ অবাক হয়েছিল। মাসে ঠিক দেড় হাজার টাকা খরচ করে অবশিষ্ঠ টাকা জমিয়েছিল। তারপর মাস ছয়েক পর বাড়িতে গিয়ে জানতে পারে ও বিক্রি হয়ে গেছে! সেদিনই বাড়ি থেকে ফিরে এসেছিল রমেশ। চোখমুখ বেয়ে কান্না আসছিলো। সবার অগোচরে টয়লেটে গিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেদেছিল অনেকক্ষণ। সে দিনই গ্রামের ছেলেটি শহরের ফরেন লিগার' নামক মদের দোকানে গিয়ে প্রথম কিনেছিল ভদকার বোতল। অনেক দিন আর বাড়িতে যায়নি। মাস ছয়েক পর রমেশের ক্রয় সূত্রে মালিক কিংবা চুক্তি ভিত্তিক শ্বশুর শহরে এসে রমেশকে বুঝিয়েছেন বাস্ত বতা। সেদিনই একটা সেলফোন কিনে দিয়েছিল রমেশকে। পরদিন থেকেই ফোন করে রমেশের চুক্তি ভিত্তিক বউ ডলি। রমেশ বাধ্য হয়েছিল ডলির সাথে ফোনে ওর ইচ্ছামত কথা বলতে। রমেশ অনুরোধ করেছিল প্রতিদিন ফোন না করতে। তারপর থেকে ডলি যে যে দিন ফোন করেছে রমেশ সে সে দিন খেয়েছে ভদকা। শ্বশুরের টাকায় বেশি টাকা দিয়ে একা একটা রুম নিয়ে থাকে রমেশ। ঘরেই থাকে ভদকার বোতল। ডলি দেখতে অসুন্দর নয়। অসুন্দর অন্য কোথাও। স্বভাবে। রমেশকে বারবার শুনিয়েছে, ও গ্রামের সবচেয়ে আভিজাত্যবান ধনী ঘরের রূপসী মেয়ে জাতীয় কথাবার্তা। জীবনের দায়ে প্রচন্ড অরুচি নিয়েও এসব কথা দিনের পর দিন শুনেছে রমেশ। এসএসসি ফেল করার পর আর পড়েনি ডলি।

বাইরে থেকে দরজা খুলতেই হঠাৎ করে একগুচ্ছ সাদা আলো চোখে লাগায় ঘুম ভাংলো রমেশের। চেয়ে দেখে শ্যামা। উঠে বসলো রমেশ। ফোন দিলে রিসিভ করোনা, দুপুর বারোটায়ও ঘুম থেকে জাগোনি, শরীর খারাপ নাকি বলে রমেশের কপালে হাত বুলালো শ্যামা। রমেশ শ্যামার হাত জড়িয়ে ধরতে চেয়ে দ্রুত উঠে দাড়ালো। বললো, লাল শাড়ি পরেছো কেন, টুকটুকে পরির মত মনে হচ্ছে যে! শ্যামা বললো, তোমার জন্য। চেয়ারে বসে সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াতে যেয়ে রমেশ লক্ষ্য করলো শ্যামা কাদছে। সিগারেট জ্বালালো রমেশ। শ্যামা বললো, ফোন রিসিভ করো না কেন, কতদিন কলেজে আসো না। সবসময় তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। উদ্ভ্রান্তের মত রমেশ প্রশ্ন করলো, কেন? শ্যামা বললো, ভালবাসি

তোমাকে। তারপর আরো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদতে লাগলো শ্যামা। রমেশ চোখ মুছে দিতে গেলে শ্যামা ওর বুকে মুখ লুকাতে চেয়েছিল। রমেশ ব্যাপারটিকে বেশিদুর গড়াতে দেয়নি।

কয়েকদিন পর সুপ্রিয়র ক্যাফেতে মুখোমুখি বসে শ্যামা বলেছিল, রমেশ চলো বিয়ে করি। রমেশ ধীরে ধীরে মাথা উপরে তুলে বললো, এখনই বিয়ের ব্যাপার আসছে কেন? শ্যামা শক্ত করে রমেশের হাত চেপে বললো, তোমাকে হারাতে চাই না। ক'দিন আগেই আমাদের পরিচয়। আমাকে দেখো। বোঝ। রমেশের কথা শেষ না হতেই শ্যামা বললো, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। রমেশ বললো, একটা ব্যাপার এখনই পরিস্কার হওয়া দরকার। আমি রমেশ নয়। প্রশ্নোবোধক চোখে তাকালো শ্যামা। আমি দিপু। দিপু শাহরিয়ার। তাহলে..? হ্যা সেদিন দুর্গাকে পুজো করার বাজি লেগে আজ তোমার সাথে..। শ্যামা বললো, তারপরও যেকোনভাবে আমি তোমাকে..। কারো কোন কথা আর পূর্ণ হচ্ছে না। এতোটা জনাকীর্ণতার ভেতরেও গুমোট নির্জনতা দুজনের মাঝে। সেদিন কথা আর বেশি এগুলো না। সুপ্রিয়র ক্যাফে থেকে ওঠার সময় শেষবারের মত শ্যামা দিপুকে বললো, তোমাকে চাই আমার, গভীর ভালবেসে ফেলেছি তোমাকে। কথা শেষ হতেই কেদে উঠলো শ্যামা। এক মুহূর্ত্বেই থেমে গেল কোলাহল। সবাই দেখছে ওদের দু'জনকে। বখাটেদের দু'একজন কড়া ভাবে জিজ্ঞেস করলো, ঘটনা কি? কোন হেল্প লাগবে কি না! শ্যামা দিপুর হাত টেনে ক্যাফে থেকে বেড়িয়ে রিকশাতে উঠলো। তারপর চার মাসে তেমন কথা বা দেখা হয়নি দুজনার মাঝে।

মা মারা গেছেন শুনে দিপু যখন উদ্ভ্রান্তের মত বাড়ি যাচ্ছে তখন শ্যামার ফোন। শ্যামার সাথে মাস চারেক দেখা করেনি দিপু। কয়েকবার মেসে এসেছিল দিপু দেখা করেনি। আজ তৃতীয়বারের মত ফোন করেছে। আগের দুইবারে দিপু ওকে বুঝাবার চেষ্ঠা করেছে দিপুর সামাজিক অবস্থা বনাম অন্যধর্মের মেয়েকে বিয়ে করার সম্ভাব্য সমস্যাগুলো। শ্যামা কিছু বুঝতে চায়নি। আজও চাইবে না। ফোন অফ করলো দিপু। মাকে মনে পড়ছে চরম ভাবে। বৃত্তের বাইরের সামাজিক অবস্থানে একমাত্র মা'ই ছিল অনেক কিছু শেয়ার করার একজন। মায়ের অন্তোষ্টক্রিয়া শেষ হবার তৃতীয় দিনে পারিবারিকভাবে মিটিং বসেছে। পাড়ার দু'একজন মুরব্বি সহ আত্নীয়স্বজন বসেছে। দিপুও। কথা হবে ওকে নিয়েই। ডলির বাবা বলছেন, দিপুর মা'র পর মহিলাশূন্য হয়ে পড়েছে বাড়ি। এভাবে সংসার চলতে পারেনা। তারা এখনই ডলিকে দিপুর কাছে বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছে। সম্মতিও দিলো সবাই। দিপু মাথা তুলে সবার মুখের দিকে তাকালো। অনেক কিছু বলার ছিল। অথচ আজ কিছু নেই বলার।

বিয়ের কয়েকদিন পর শ্যামাকে ফোনে জানিয়েছে দিপু। শ্যামা স্বভাব সুলভ কেদেছে। শ্যামাকে দেখলে মনে হয়না এ মেয়ে কাদতে পারে। শহরের শপিংমলে পোশাক প্রদর্শনীর আস্ত একটা সদাহাস্য পুতুলের মতই শ্যামা। মাস খানেক পর দিপু শহরে ফিরে শ্যামাকে ফোন দিলো। দু'বার বেজেছে। রিসিভ হয়নি। তৃতীয়বারে রিসিভ হলে ওপাশ থেকে জানতে চাইলো, কে বলছেন। দিপু শ্যামাকে চাইলে বেশ নিবর হয়ে মেয়েটি জানালো, মাসখানেক হয় আপু মারা গেছে। ঝাঁকুনি খেল দিপু। সুপ্রিয়কে ফোন দিলো। সবকিছুই জানতো সে। সুপ্রিয় জানলো, প্রায় মাসখানেক আগে সুসাইড করেছে শ্যামা। কিছু বোঝার মত সামর্থ দিপুর নেই। বুঝতে পারলো, অনেক দিন ও মদ খায়নি। এখনই ওর ভদকা খাওয়া দরকার। বুঝলো, নিজের অজান্তেই দীর্ঘদিন থেকে ও বয়ে বেড়াচ্ছে এক বুক তৃষ্ণা। এ তৃষ্ণা মেটাবার চূড়ান্ত আয়োজন করা দরকার।

অংশু মোস্তাফিজ

এ্যাওয়ার্ড পার্ক রোড, বগুড়া, বাংলাদেশ।

সেলফোনঃ ০১৯১৬ ৩১৫ ৯০২/ ০১১৯১ ২৩৫ ২৯২

ইমেইলঃ aungso1987@gmail.com

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন